বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ-প্রণীত

অপ্রকাশিত নাটক-ত্রয়-সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য

প্রদেয় গবেষণা–সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

দেবর্ষি ভদ্র

নিবন্ধনক্রম: AOOSA0100718

তত্ত্বাবধায়িকা

ড. শিউলি বসু

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

কলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ-প্রণীত

অপ্রকাশিত নাটক-ত্রয়-সমীক্ষা

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে বারোটি রূপক লিখেছেন। তার মধ্যে দুটি নাটক প্রকাশিত (*কর্ণজীবন ও পরীক্ষিতপরিরক্ষণ*) অবশিষ্ট অপ্রকাশিত, নাটকগুলি হল – *ঘটোৎকচবধ, সর্পযজ্ঞনিবারণ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, পাণ্ডবপরিক্ষণ, সত্যরক্ষণ, জয়দ্রথবধ, শমনবিজয়, ভীষ্মত্বলাভ, অজ্ঞাতবাস, তপোবল*। এর মধ্যে তিনটি নাটক আলোচ্য গবেষণার বিষয়। সেগুলির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য নিচে প্রদত্ত হল–

প্রণেতা	নাটকের নাম	প্রধান চরিত্র	রচনাকাল	অঙ্কসংখ্যা	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*জয়দ্রথবধ*	দ্রৌপদী, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুঃশাসন	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*ঘটোৎকচবধ*	কর্ণ, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*দ্রৌপদীমানরক্ষণ*	কৃষ্ণ, অর্জুন, দুর্যোধন, শকুনি	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০

- **গবেষণা-প্রবন্ধে অধ্যায় বিভাজন–**

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়:

❖ **আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য:**

১.০ কাব্যভেদ ও নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি

১.১ আধুনিক সংস্কৃত নাটক

দ্বিতীয় অধ্যায়:

- **প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন:**

২.০ *বৈয়াসিক-মহাভারত* ও ভারতীয় নাট্যকর্ম: প্রাচীন সংস্কৃত নাটক

২.১ আধুনিক-সংস্কৃতসাহিত্যে *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাটকের অবলোকন

তৃতীয় অধ্যায়:

- **মহাকবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়:**

৩.০ ব্যক্তিজীবন

৩.১ মহাকবির কর্মজীবন

৩.২ মহাকবির সারস্বতসমূহকৃতি

৩.২.১ প্রকাশিত কর্ম

৩.২.২ অপ্রকাশিত কর্ম

চতুর্থ অধ্যায়:

- ***জয়দ্রথবধ*-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ:**

৪.০ মূল নাটক

৪.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৪.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৪.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৪.৪ আলঙ্কারিক বিচার

পঞ্চম অধ্যায়:

- ***ঘটোৎকচবধ*-নাট্যকর্মের সমীক্ষা:**

৫.০ মূল নাটক

৫.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৫.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-মঞ্চনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৫.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৫.৪ আলঙ্কারিক বিচার

ষষ্ঠ অধ্যায়:

❖ ***দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা:**

৬.০ মূল নাটক

৬.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৬.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণবিধি-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৬.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৬.৪ আলঙ্কারিক বিচার

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট

❖ প্রথম অধ্যায়: আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য:

আধুনিক সংস্কৃত নাটকের ভিত্তি হল প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য। কোন সময় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক যুগ বিবেচনা করা উচিত সে বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত লেখকরা সমসাময়িক ঘটনার সাথে সর্বদা নিজেদের যোগসূত্র রেখেছেন এবং নতুন উপাদানরূপে তা ব্যবহার

করেছেন। যেমন জ্যোতির্বিদ্যার মতো বিষয়গুলিতে গ্রীস এবং রোমের প্রভাব ছিল। মুঘল যুগে সংস্কৃত লেখকরা ফারসি শিখে তৈরি করেন পার্সো-সংস্কৃত অভিধান।

এইসময় সংস্কৃত সৃজনশীল লেখার নতুন প্রবণতার সূচনা ঘটে, যা আধুনিক সংস্কৃত লেখকদের জন্য একটি মসৃণ পথ তৈরি করেছিল। প্রমুখ কবি ও নাট্যকাররা যেমন ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী, মুলাশঙ্কর মাণিক্য, হালা যজ্ঞিক, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর, মথুরানাথ দীক্ষিত, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, পন্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস এবং পন্ডিতা ক্ষমা রাও এই ঐতিহ্যের অধীনে বিকাশ লাভ করেছিলেন।

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন:

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে দেশে বিদেশে বহু ভাষায় বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে এখানে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকের উপরেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রাক-কালিদাসীয় নাট্যকারগণের মধ্যে ভাস অন্যতম। বিংশ শতকের পূর্বে ভাস সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দামে পদ্মনাভপুরমের কাছে মনলিক্কর মঠে দুটি পুঁথিতে ১৩টি সংস্কৃত নাটক আবিষ্কার করেন[১]। ভাসের এই ১৩টি নাটকের মধ্যে ৭টি *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন কালিদাস। কবির কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে মনে করা যেতে পারে কবির আবির্ভাব কাল খ্রি.পূ. দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে[২]। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে কালিদাসের একটি নাটক পাওয়া যায় অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

বৈয়াসিক-মহাভারত হল ভারতের দুই অভ্রংলিহ মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম। এই মহাকাব্যের কথাকে আশ্রয় করে অসংখ্য রূপক রচিত হয়েছে। প্রাচীনকালের ন্যায় আধুনিককালের কবিরা *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্যরত্ন নির্মাণ করেছেন। যেমন মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের *মাণবকগৌরব,* দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণের একলব্য-গুরুদক্ষিণা ইত্যাদি।

❖ তৃতীয় অধ্যায়: মহাকবি নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়:

৩.০ ব্যক্তিজীবন:

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোর জেলার এক প্রান্তিক গ্রাম সারুলিয়া। আজও এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নবগঙ্গা। কত শহর গ্রাম গঞ্জ পার করে বয়ে চলেছে, কত মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সাখ্যি। এই সারুলিয়া গ্রামই ছিল নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাসস্থান। তাঁর মাতুলালয় ছিল ফরিদপুরে। পিতার নাম ছিল রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম দীনতারিণী দেবী। মুখোপাধ্যায় বংশের অন্যতম ছিলেন হরচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়। সম্পর্কে ইনি রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রপিতামহ। এনার এক পুত্রের কথা জানা যায় যার নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তাঁর ধর্মপত্নী মহেশ্বরী। যজ্ঞেশ্বর এনাদের একমাত্র পুত্র। যজ্ঞেশ্বর ছিলেন নাট্যমোদী। তিনি নাটকের দল তৈরি করে নাটক করে সেই যুগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় হয়তো সেই ধারা থেকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হন। যজ্ঞেশ্বরের ধর্মপত্নী হলেন শ্যামাসুন্দরী। তাঁর দশপুত্র, এক কন্যা ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন রামগোপাল[৩]। রামগোপাল মুখপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী ছিলেন দীনতারিণী দেবী[৪]। তাঁদের ছয় কন্যা কমলা, বিমলা, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, গৌরী ও লক্ষ্মী এবং পাঁচ পুত্র বিজয়ানাথ, গিরিজানাথ, চিত্তানন্দ, নিত্যানন্দ ও শ্যামসুন্দর। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৯২৩ সালের ১০ই এপ্রিল। নিত্যানন্দের ছয়পুত্র যথাক্রমে দেবব্রত, শিব, শ্যামাপ্রসাদ, অনন্তপ্রসাদ, বিশ্বজিৎ ও অরিন্দম এবং দুই কন্যা শান্তা ও সুতপা[৫]।

৩.১ মহাকবির কর্মজীবন

তাঁর কর্মময় জীবন আরম্ভ হয়েছিল কোড়ারবাগান চতুস্পাঠীতে (বর্তমান নাম রামগোপাল চতুষ্পাঠী) পিতা রামগোপাল স্মৃতিরত্নের সহকারী অধ্যাপকরূপে[৬]। ঐ চতুষ্পাঠীতেই প্রধান অধ্যাপক হন পিতৃবিয়োগের পর। তারপর ১৯৫৬ সালে মুগ্ধবোধ ব্যকরণের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে[৭]। সেখানে কয়েক বছর অধ্যাপনার পরে তিনি ১৯৬৬ সালে কলিকাতা সরকারী কলেজে (বর্তমানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন[৮] এবং ১৯৮৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। মহাবিদ্যালয়ের কাজ থেকে সরকারী নিয়মে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপ কাঞ্জিলাল মহোদয়ের অনুরোধে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে ঐ মহাবিদ্যালয়ের মহাচার্য বিভাগে নিযুক্ত হন। সেখানে কয়েক বছর গবেষণারও অধ্যাপনা করেন। কয়েক বছর অধ্যাপনার পর তিনি হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ এবং কোড়ারবাগান চতুষ্পাঠীতেও অধ্যাপনা করেন বলে জানা যায়। ১৯৯৬ সালে ১০ই আগস্ট তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক অবদানের জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারে সম্মানিত হন[৯]।

৩.২ মহাকবির সারস্বতসমূহকৃতি

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাজীবন অবলম্বনে *ধর্মসংস্থাপন, বীরবামাচরণ, তৈলঙ্গবন্দন, ভক্তরামপ্রসাদ, শ্রীগদাধরসম্ভব, তর্কাচার্যপ্রবন্ধন, কালিদাস, শ্রীসীতারামবীরভাব, পাপীতাড়ন* ইত্যাদি ঊনিশটির বেশি, *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে *ঘটোৎকচবধ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, জয়দ্রথবধ, কর্ণজীবন, তপোবল, অজ্ঞাতবাস, ভীষ্মত্বলাভ* ইত্যাদি বারোটির বেশি, *রামায়ণ* অবলম্বনে *রামবিবাহ, সীতাহরণ, বালিবধ, রামবনগমন, শ্রীরঘুজন্মবৃত্তান্ত* ইত্যাদি এগারোটির বেশি, *পুরাণাশ্রিত মহিষাসুরলাঞ্ছন, অকালবোধন, মাতৃপূজন, কংসবধ, অভিশাপপ্রদান, গঙ্গাবতরণ, শিবপ্রসাদন, সত্যব্রতধর, রক্তবীজবধ, ধ্রুবপ্রসাদন* ইত্যাদি সতেরোটির বেশি, লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক *শনিপ্রভাহ, সর্বাপততারক, সত্যনারাযণাবির্ভাব* ইত্যাদি ছয়টির বেশি রূপক রচণা করেছেন। তিনি সংস্কৃত-ভাষায়

প্রচুর নাটক, ছোট-বড় মিলিয়ে ১১৬টি রূপক রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃতভাষায় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যের সংখ্যা সাতটি, খণ্ডকাব্যের সংখ্যা চব্বিশটি, সংগীত ও প্রবন্ধ অসংখ্য।

❖ চতুর্থ অধ্যায়: *জয়দ্রথবধ*-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ:

এই অধ্যায়ে *জয়দ্রথবধ* নাটকের মূল ও তার অবুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের লক্ষণানুসারে নান্দী, প্রস্তাবনা, সূত্রধার, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা, পঞ্চসন্ধি, নাটক লক্ষণ, ভরতবাক্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। নাটকের চরিত্র ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের ছন্দ, অলংকার, রস, গুণ-রীতি এখানে আলোচিত হয়েছে।

❖ পঞ্চম অধ্যায়: ঘটোৎকচবধ-নাট্যকর্মের সমীক্ষা:

এই অধ্যায়ে *ঘটোৎকচবধ* নাটকের পাঠ্য ও তার অনুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের লক্ষণানুসারে নান্দী, প্রস্তাবনা, সূত্রধার, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা, পঞ্চসন্ধি, নাটক লক্ষণ, ভরতবাক্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। নাটকের চরিত্র ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের ছন্দ, অলংকার, রস, গুণ-রীতি এখানে আলোচিত হয়েছে।

❖ ষষ্ঠ অধ্যায়: *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা:

এই অধ্যায়ে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের পাঠ্য ও তার অবুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের লক্ষণানুসারে নান্দী, প্রস্তাবনা, সূত্রধার, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা, পঞ্চসন্ধি, নাটক লক্ষণ, ভরতবাক্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। নাটকের চরিত্র ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের ছন্দ, অলংকার, রস, গুণ-রীতি এখানে আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার

এই তিনটি নাটক *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র ঘটনা থেকে গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যে যেহেতু তৎকালীন সময়ের ঘটনার প্রতিরূপ দেখা যায় সেহেতু *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তা সেই সময়ের সমাজের প্রতিচ্ছায়া বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু কয়েক সহস্র বৎসর পরে সমাজে বহু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সাহিত্যে পরিবর্তিত সমাজে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে এটিই স্বাভাবিক। অতএব আলোচিত তিনটি নাটকে

বৈয়াসিক-মহাভারতের ঘটনার ভিত্তিতে বর্তমান নাট্যকারের সমাজের প্রতিচ্ছায়া প্রভাব ফেলেছে একথা অনুমান করা যায়। আলোচিত তিনটি নাটকেই বর্তমান সময়ের যে ছায়া লক্ষ্য করা গেছে তা উপসংহার পর্বে উল্লেখ করা যায়।

জয়দ্রথবধ নাটকে অভুমন্যুবধ প্রতীক রূপে উল্লিখিত হলেও বর্তমান সমাজেও এমন ঘটনার প্রভাব নাট্যকারের উপর লক্ষ্য করা গেছে। অন্যায় হত্যা প্রতিবাদ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে যে কৌশল অবলম্বন করতে দেখা গেছে তা বর্তমান সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

একই ভাবে *ঘটোৎকচবধ* নাটকে ঘটোৎকচ বধকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়া কৌশল বর্তমান সময়ের রাজনীতিকদের কৌশলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যুগে যুগে ঘতৎকচের মতো ব্যক্তিরা অন্যের স্বার্থে নিজের জীবন বলিদান করেন তা দেখা গেছে। দধীচী থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত এই রকম আত্মবলিদান চলেইছে।

দ্রৌপদীমাণরক্ষণ নাটকে দুর্যোধন দুঃশাসনাদির অমানবিক এবং সভ্যতা-বিবর্হিত আচরণ বর্তমান সময়ে নানরকম লজ্জাজনক ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। *বৈয়াসিক-মহাভারতের* সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীর সম্মান যে সুরক্ষিত নয় তা বারেবারে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শাসককুলের হাতেও নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত নয় তা প্রতীকীরূপে এই নাটকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

[১] ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩০৯

[২] তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৭

[৩] যজ্ঞেশ্বরাত্মজো দ্বিজঃ রামগোপাল নাম বৈ। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*, পৃষ্ঠা ৫১

[৪] তস্য পত্নী চ দীনতারিণী স্নেহময়ী সদা। *তত্রৈব*।

[৫] ষট্পুত্রাশ্চ তয়োর্যথা কন্যে দ্বে পরমার্থিকে।
তয়োঃ কৃপাবশাদেব লভন্তে সুখসাগরম্।।৬৬।। *তত্রৈব*।

[৬] রামগোপালসংজ্ঞায়াং চতুষ্পাঠ্যাং নিয়োজিতঃ।১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২।

[৭] নবদ্বীপস্থরাজিতে মহাবিদ্যালয়ে শুভে।
প্রাধ্যাপকপদং প্রাপ্য গতবাংস্তত্র বৈ বুধঃ।।১৪।। *তত্রৈব*।

[৮] লব্ধাধ্যাপককার্যং হি কালিকাতাস্থ রাষ্ট্রীয়ে।
প্রসিদ্ধে সংস্কৃতে চৈব মহাবিদ্যালয়ে শুভে।। ৩০।। *তদেব*, পৃষ্ঠা ৫৩।

[৯] ভারতসর্বকারস্য রাষ্ট্রপতিমহোদয়ৈঃ।
প্রদত্তশ্চ পুরস্কার আজীবনসুমানিতঃ।।৪৯।। *তদেব*, পৃষ্ঠা ৫৫।